সদরুল আফাযিল رحمۃ اللہ علیہ এর জীবনী

তাফসিরে খাযায়িনুল ইরফানের সংকলক হযরত আল্লামা মাওলানা
সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رحمۃ اللہ علیہ এর পবিত্র জীবনের কিছু দিক।

সদরুল আফাযিল رحمۃ اللہ علیہ এর মাজার শরীফ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী

শয়তান লাখো অলসতার অলসতা প্রদর্শন করুক না কেন পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله আপনার অন্তর ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৭৫, হাদীস নং-৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসাধারণ পুত্র সন্তান

একটি শিক্ষিত পরিবারের সাথে সম্পর্কীত চার বছরের পুত্র সন্তানের **"পাঠদান"** কার্যক্রম ধুমধামের সহিত সম্পন্ন করা হলো এবং এরপর সেই পুত্র সন্তান কোরআন হিফয করা শুরু করে দিলো। পাঠদানকারী হাফিয সাহেব একদিন কঠোরতার সহিত পাঠদান করছিলেন, এমন সময় একজন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ

স্থানের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তিনি বললেন: হাফিয সাহেব আপনি দেখছেন না যে, এই শিশুটি খুবই অসাধারণ (অর্থাৎ মেধাবী ও উপযুক্ত), তার প্রতি এতো কঠোর হবেন না, اِنْ شَآءَ الله সে গন্তব্যে অনেক দ্রুতই পৌঁছে যাবে। এরপর হাফিয সাহেব তার আচরণে পরিবর্তন আনলেন এবং নম্রতা ও স্নেহ দ্বারা সবক পড়াতে শুরু করে দিলেন। সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা অনুযায়ী একটি সময় এলো যে, এই পুত্র সন্তান ইলম ও আমলের আকাশে নক্ষত্র হয়ে প্রকাশিত হলো এবং একটি জগৎ তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা অর্জন করতে লাগলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন, সেই অসাধারণ পুত্র সন্তান কে ছিলেন? তিনি ছিলেন খলিফায়ে আলা হযরত, সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রাথমিক অবস্থা

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক জন্ম ২১ সফরুল মুযাফফর ১৩০০ হিজরী অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী ১৮৮৩ সন রোজ সোমবার **"ভারতের শহর মুরাদাবাদ"**-এ হয়েছিলো। তাঁর নাম

"মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন" রাখা হয় আর ইলমে আবজাদের হিসাবে ঐতিহাসিক নাম **"গোলামে মুস্তফা"** (১৩০০ হিজরী) নির্গত হয়েছে। তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন নুযহাত এবং দাদাজান হযরত মাওলানা সৈয়দ আমিনুদ্দীন রাসিখ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا নিজ নিজ যুগের উর্দূ ও ফারসীর ওস্তাদ মানা হতো। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কয়েকজন সন্তান কোরআনের হাফিয হওয়ার পর ওফাত গ্রহন করেছেন। সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্মে তাঁর সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মান্নত করলেন যে, মাওলা পাক তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলে তবে দ্বীনের খেদমতের জন্য সন্তানকে ওয়াকফ করে দিবো।

শিক্ষা-দীক্ষা

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উর্দূ ও ফারসীর শিক্ষা তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন নুযহাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট অর্জন করেন অতঃপর হযরত মাওলানা আবুল ফযল ফযল আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে আরবীর কয়েকটি কিতাব পাঠ করেন। হযরত মাওলানা আবুল ফযল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিলো। সুতরাং প্রতি শুক্রবার জুমার নামাযের পর চুকি হাসান খান মুরাদাবাদী মসজিদে নাত শরীফের মাহফিল করাতেন, যাতে সারা শহর থেকে অসংখ্য লোক অংশগ্রহন করতো।

দরসে নিজামী সম্পন্ন

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত ওস্তাদ হযরত মাওলানা আবুল ফযল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে সাথে নিয়ে শায়খুল হাদীস, ইমামুল ওলামা, হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন: "এই সাহেবজাদা খুবই মেধাবী ও বুদ্ধিমান, আমার ইচ্ছা হলো যে, অবশিষ্ট দরসে নিজামী আপনার কাছেই সম্পন্ন করুক।" হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবুল করে নিলেন। সুতরাং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওস্তাযুল আসাতিযা হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), ফালসাফা (দর্শন), রিয়াযী (গণিত), উকলিদাস (জ্যামিতি), তাওকীত ও হাইয়াত (সময় ও জ্যোতিষ্ক বিদ্যা), বিনা নুকতাযুক্ত হরফের আরবী, তাফসীর, হাদীস এবং ফিকহ ইত্যাদি অনেক প্রচলিত দরসে নিজামী ও দরসে নিজামীর বাইরে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সনদ অর্জন করেন আর অনেক সিলসিলার হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানের সনদও প্রদান করা হয়। তাঁর সিলসিলায়ে হাদীসের সনদ হাদীসে কুদওয়াতিল ফুদালা, ওমদাতুল মুহাক্কীকিন হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদুল হারামের খতিব ও মুদাররীসের মাধ্যমে মুহাশশীয়ে দুররে মুখতার খাতিমুল মুহাক্কীকিন সৈয়দ আহমদ তাহতাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সংযুক্ত, যার সনদ আরব ও অনারবে প্রসিদ্ধ। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত ফতোয়া লিপিবদ্ধ করার অনুশীলন করেন। ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ সালে ২০ বছর বয়সে আজিমুশ্শান জলসায়

ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাঁর দস্তারবন্দি করেন, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা বলেন:

হে মেরে পিসর কো তালাবা পর ওহ তাফাদ্দুল,
সাইয়্যারোঁ মে রাখা হে জু মিররীখ ফযীলত।
নুযহাত! নঈমুদ্দীন কো ইয়ে কেহ কে সুনা দেয়,
দস্তারে ফযীলত কি হে তারিখ "ফযীলত"।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিকিৎসা বিদ্যা অভিজ্ঞ হাকীম হযরত মাওলানা হাকীম ফয়য আহমদ সাহেব আমরুহভীর কাছ থেকে অর্জন করেন। যেভাবে তাঁর কুরআন ও হাদীস এবং ইজমা ও কিয়াসের সমসাময়িক ওলামাদের মধ্যে অনন্য মর্যাদা অর্জিত ছিলো, তেমনিভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন, সাধারনত রোগীর চেহারা দেখেই রোগ চিহ্নিত করে নিতেন, পালস দেখেই রোগ চিহ্নিত করাতে সেই যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সাহিত্যের শব্দকোষ তাঁর মুখস্থ ছিলো, রচনাবলীতে বিশেষ সক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। জামেয়ায়ে নঈমিয়া থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করা অনেক ওলামা তাঁর কাছ থেকে চিকিৎসা বিদ্যাও অর্জন করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যে সময়টুকু তাবলীগ ও পাঠদান করার পর পেতেন, তাতে চিকিৎসা ও হেকিমীর মাধ্যমে সৃষ্টিকূলের খেদমত **ফি-সাবিলিল্লাহ** করতেন।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুর্শিদের তালাশ

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পীরের তালাশে **"পিলিভেত"** হযরত শাহ মুহাম্মদ মিয়া সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। হযরত শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করলেন এবং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু বলার পূর্বেই বললেন: "মিয়া! মুরাদাবাদে মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই মহৎ, আমি মুরাদাবাদে গেলে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হই, আপনি যে আকাঙ্ক্ষায় এসেছেন, আপনার অংশ সেখানেই। সুতরাং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরাদাবাদে ফিরে এলে হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দেখেই বললেন: "শাহজি! মিয়া সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওখান থেকে আসছো, আচ্ছা! পরশু শুক্রবার, ফজরের নামাযের পর আসুন, আপনার যে অংশ রয়েছে, তা আপনাকে প্রদান করা হবে।" তৃতীয়দিন শুক্রবার ফজরের নামাযের পর হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ গুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাদেরী সিলসিলায় বাইয়াত করালেন এবং যে অংশ ছিলো তা প্রদান করলেন।

দুই শাহজাদার জন্ম

হযরত শাহজি মুহাম্মদ শের মিয়া সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাওয়ার সময় দোয়া করেছিলেন যে, **আল্লাহ পাক** আপনাকে দ্বীনের শত্রুদের উপর বিজয় দান করুক এবং সন্তান দান করুক, মুরাদাবাদ আসার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হতেই একই সাথে দু'জন পুত্র সন্তানের জন্ম হলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে প্রথম সাক্ষাত

আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেয়ামত, আজিমুল বারাকত, আজিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, বাইচে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গবেষণা মূলক লিখনী অধ্যয়ন করে হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে অদৃশ্যভাবে তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভক্তি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। একবার কোন এক বদ মাযহাব একটি পত্রিকায় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখলো, যাতে মন খুলে অপবাদ প্রদান করা হয়। হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন সেই প্রবন্ধ দেখলেন তখন খুবই ব্যথীত হলেন, সাথে সাথেই এর প্রতিউত্তরে একটি বিশদ ব্যাখ্যামুলক প্রবন্ধ লিখলেন এবং যেকোন ভাবে সেই পত্রিকায় তা ছাপিয়ে দিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জানতে পারলে মুরাদাবাদের তাঁর একজন ভক্ত হাজি মুহাম্মদ আশরাফ শাযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে লিখে পাঠালেন যে, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে সাথে নিয়ে বেরেলী আসুন। প্রথম সাক্ষাতেই হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দয়া ও ভালবাসায় এতই প্রভাবিত হলেন যে, এরপর থেকে আর কোন মাসে বেরেলী শরীফের উপস্থিতি বাদ যায়নি। সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং

বলেন: "আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আস্তানায় সফরের জন্য কখনো আমার বিছানা খুলিই নাই, আমি অবশ্যই প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে যেতাম।" প্রসিদ্ধি রয়েছে: **"সদরুল আফাযিল"** উপাধি তাঁকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِই দিয়েছেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও তাঁকে খেলাফত দান করেছেন।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

বিশ বছর বয়সেই প্রথম লিখনী

ছাত্রাবস্থায় সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রেসের মাধ্যমে দ্বীনের তাবলীগ করার জন্য বিভিন্ন পুস্তিকা ও কলাম লিখা শুরু করেন। এই প্রবন্ধগুলো কলকাতার **"আল হেলাল"** এবং **"আল বালাগ"** এর প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময় তাঁর খেয়াল আসলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **"ইলমে গাইব"** (অদৃশ্যের জ্ঞান) সম্পর্কে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব হওয়া উচিৎ, যার মাধ্যমে সকল সমালোচকদের কুসংস্কার ও সন্দেহ এবং মিথ্যা ধারণার ভদ্রভাবে উত্তর থাকবে। সুতরাং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব লিখা শুরু করলেন। সেই সময় যেহেতু তাঁর নিকট এরূপ ব্যাপক আকারে কিতাবখানা ছিলো না যেখানে সকল প্রকার কিতাব বিদ্যমান থাকবে, সুতরাং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুস্তফাবাদ (রামপুর, ভারত) এর লাইব্রেরীর দিকে মনোযোগী

হলেন। সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সফর করে **"মুস্তফাবাদ"** যেতেন, সেখানকার কুতুবখানা থেকে উদ্ধৃতি সমূহ দেখে আসতেন এবং মুরাদাবাদে কিতাব লিখতেন। যখন বিশ বছর বয়সে তাঁর দস্তারবন্দি হয় তখন সেই কিতাবও পরিপূর্ণ হয়ে যায়, যার নাম হলো "اَلۡكَلِمَةُ الۡعُلۡيَا لِاِعۡلَاءِ عِلۡمِ الۡمُصۡطَفٰى"।

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর পক্ষ থেকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর

যখন কিতাবাটি প্রকাশিত হলো তখন হাজী মুহাম্মদ আশরাফ শাযলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই কিতাবটি আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থাপন করলেন। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা পর্যবেক্ষণ করে বললেন: "مَاشَآءَالله খুবই চমৎকার কিতাব, এটি অল্প বয়সী এবং এতো সুন্দর দলীল সহকারে এত মহান কিতাব রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভার প্রমান বহন করে।"

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বিশেষ দান

খলিফায়ে মুফতীয়ে আযম হিন্দ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ এজাযুলি রযবী কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: বাতিল ফেরকা এবং বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কথাবার্তা ও মুনাযারায় আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেকবারই হযরত সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে নিজের বিশেষ ওকীল বানিয়েছেন, সুতরাং এই বিশেষত্বের কারণে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **"যিকরে আহবাব"** এ বলেন:

মেরে নঈমুদ্দীন কো নেয়মত দেয়
উস সে বালা মে সামাতে ইয়ে হে

পরামর্শের গুরুত্ব দিতেন

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সেই বিশিষ্ট খলিফা, যিনি ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মানসিকতা সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সদরুল আফাযিল এর পরামর্শ গ্রহনও করতেন এবং আনন্দ ও উৎফুল্লতাও প্রকাশ করতেন। **"আত তারিউদ দারী"** লিখার সময় পান্ডুলিপি হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখানো হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এতে অসংখ্য বিষয়ের ব্যাপারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আবেদন করলেন যে, এগুলো বাদ দিয়ে দিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনা দ্বিধায় তা কেটে দিলেন এবং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এটাও জিজ্ঞাসা করলেন না যে, কেন এরূপ করলেন! সদরুল আফযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির এই অবস্থা ছিলো যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন সফর করতেন না।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাঠদানের অভিজ্ঞতা

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩২৮ হিজরীতে মুরাদাবাদে (ভারত) মাদরাসায়ে আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের

ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন, যাতে কুরআন-হাদীস ও ইজমা-কিয়াসের শিক্ষার জন্য উন্নত মানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৩৫২ হিজরীতে হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম **"নঈমুদ্দীন"** এর সাথে মিল রেখে এর নাম জামেয়া নঈমিয়া রাখা হয়। সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য গুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনন্য বক্তা, আমলদার মুবাল্লিগ, পরিপক্ক মুফতী এবং চমৎকার লিখক হওয়ার পাশাপাশি যোগ্য মুদাররীসও ছিলেন। ইলমে হাদীসে তো সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সর্বসাধারনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিলেন। বড় বড় ওলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে একমত পোষণ করতেন যে, যেভাবে সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাদের কানেও কখনো এবং কোথাও তা শুনেননি। এমন সামগ্রিকভাবে সংক্ষিপ্ত শব্দে বর্ণনা করতেন যে, সারমর্ম মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে বসে যেতো। বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের কিতাবের সারাংশ দলীল সহকারে মুখস্ত বয়ান করতেন। পাঠদানের সময় নিজের সামনে বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের কিতাব রাখতেন না। ছাত্ররা যখন ইবারত পাঠ করে নিতো এবং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিতাব থেকে বর্ণনা করতেন তখন মনে হতো যে, সম্ভবত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِই এই কিতাবের লিখক, যিনি কিতাবের অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং ইবারতের গোপন রহস্যের ব্যাখ্যা করতেন। ইলমে তাওকীতের ন্যায় ইলমে হাইয়াতও বলতেন, এতে তাঁর খোদা প্রদত্ত মেধা ছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসংখ্য গোলক প্যানেল তৈরি করিয়েছেন, যাতে সাত আসমান ও গ্রহগুলোকে গোলকের মাঝে রূপার পয়েন্ট দ্বারা স্পষ্ট করেছেন। যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

জ্যোতিবিদ্যার শিক্ষা দিতেন তখন সেই গোলক সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের যেনো আসমানের ভ্রমন করিয়ে দিতেন। পাঠদানে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করতে পারেন যে, ফকিহে আযম হিন্দ, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক মাওলানা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "আমি মুদাররীস দু'জনকেই দেখছি, একজন হলেন সদরুশ শরীয়া এবং অপরজন হলেন সদরুল আফাযিল (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا), পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, সদরুশ শরীয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই বিভাগে বেশি সময় সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একটু কম।" তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে হযরত আল্লামা সৈয়দ আবুল বারকাত আহমদ কাদেরী (দারুল উলুম হিযবুল আহনাফ, মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা), মুফাসসীরে কোরআন আল্লামা সৈয়দ আবুল হাসনাত মুহাম্মদ আহমদ আশরাফী (মারকাযুল আউলিয়া লাহোর), তাজুল ওলামা মুফতী মুহাম্মদ ওমর নঈমী (বাবুল মদীনা করাচী), হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী (গুজরাট), ফকিহে আযম মুফতী মুহাম্মদ নুরুল্লাহ নঈমী (বসিরপুর, আউকাডা), মুফতী সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী (মারকাযুল আউলিয়া লাহোর), মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন নঈমী সানভিলি (জামেয়া নঈমীয়া মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা), খলিফায়ে কুত্বে মদীনা মাওলানা গোলাম কাদের আশরাফী (লালা মুসা), মুফতী মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ নঈমী (শায়খুল হাদীস, জামেয়া নঈমীয়া, মুরাদাবাদ) رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দারুল ইফতা

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের বিভিন্ন ব্যস্ততার পরও দারুল ইফতা খুবই সুচারু রূপে চালিয়ে নিতেন, ভারত ও ভারতের বাইরে তাছাড়া মুরাদাবাদের আশেপাশের এলাকা থেকে অসংখ্য প্রশ্ন আসতো এবং সকল উত্তর সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই দিতেন। **আল্লাহ পাকের** দয়ায় ফিকহী তথ্য এরূপ মনে থাকতো যে, উত্তর লিখার সময় ফিকহী কিতাবের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম হতো। শাহজাদায়ে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা সৈয়দ ইখতিসাসুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ফরায়েজ এর ফতোয়া অধিকহারে আসতো কিন্তু হযরতকে উত্তর লিখার জন্য কিতাব দেখতে কখনো দেখিনি, আজকাল তো এক প্রজন্ম দুই প্রজন্ম চার প্রজন্মের ফতোয়া দারুল ইফতায় এসে যায় তবে ঘন্টার পর ঘন্টা কিতাব দেখা হয়, তারপরই একসময় ফতোয়ার উত্তর লিখা হয় কিন্তু হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবস্থা এমন ছিলো যে, বিশ একুশ প্রজন্মের ফতোয়াও দারুল ইফতায় এসেছে, কিন্তু হযরত কোন কিতাব না দেখেই উত্তম লিখে দিতেন, তবে আঙ্গুলে কিছু গণনা করতে অবশ্য দেখা যেতো এবং তাঁর ফতোয়া রদ করারও কখনো প্রয়োজন হয়নি।

সুন্দর লিপিকলা

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতের লিখা এতই সুন্দর এবং কায়দা অনুযায়ী ছিলো যে, অসংখ্য লিপিকলাবিদ এই শিল্পে তাঁর শাগরেদ। উপরন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিপিকলার সাতটি লিপিকা পদ্ধতিতে অতুলনীয় ছিলেন।

অনুবাদ "কানযুল ঈমান" এর প্রথম প্রকাশনা

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জগদ্বীখ্যাত কোরআনে অনুবাদ **"কানযুল ঈমান"** এর প্রথম প্রকাশনার কৃতিত্বও সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই। কানযুল ঈমানের প্রথম, উন্নত এবং সুন্দরভাবে ছাপানোর জন্য সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জামেয়া নঈমীয়া মুরাদাবাদে ব্যক্তিগত প্রেস চালু করেন। যাতে কর্মরত সকল লোক বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন মুসলমান ছিলো, যারা অযু করে কানযুল ঈমানের ছাপানো থেকে শুরু করে বাইন্ডিং পর্যন্ত সকল পর্যায় খুবই একাগ্রতা ও ভক্তি সহকারে করে যেতেন। এই সম্পূর্ণ কার্যক্রমের তদারকি সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই করতেন। বর্তমানে দুনিয়ায় যে কানযুল ঈমান পাওয়া যাচ্ছে, এটি সেই **"কানযুল ঈমান"**, যা সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কানযুল ঈমানের সাথে ব্যাখ্যাসহ তাফসীর **"খাযায়িনুল ইরফান ফি তাফসীরে কোরআন"** লিখেন, যা নিজের প্রকৃতির হিসেবে প্রথম পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এর গ্রহণযোগ্যতার অনুমান শুধুমাত্র এই একটি বিষয় দ্বারাই করা যেতে

পারে যে, আজ **কানযুল ঈমান ও খাযায়িনুল ইরফান** উভয়টি অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **"মাকতাবাতুল মদীনা" খাযায়িনুল ইরফান সহ কানযুল ঈমান** খবুই সুন্দরভাবে প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাছাড়াও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আইটি (**I.T.**) মজলিশ একটি সফটওয়্যার সিডিও মাকতাবাতুল মদীনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে, যাতে তিলাওয়াত শুনার পাশাপাশি **কানযুল ঈমানের অনুবাদ ও খাযায়িনল ইরফানের তাফসীর**ও অধ্যয়ন করা যাবে। এছাড়াও সার্চ অপশনের (Search option) মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত আয়াত, অনুবাদ বা তাফসীরও খুঁজে নেয়া যাবে, এই সফটওয়্যার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এও বিদ্যমান রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিত পিতার ওফাত ও আলা হযরতের সমবেদনা পত্র

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা ওস্তাযুশ শুয়ারা হযরত মাওলানা মঈনুদ্দীন সাহেব নুযহাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ ছিলেন, একটি শের এ নিজের ভক্তি এভাবে প্রকাশ করেন:

ফেরা হোঁ মে উস গলি সে নুযহাত, হোঁ জিস মে গুমরাহ শায়খ ও কাযী
রেযায়ে আহমদ ইসি মে সমঝোঁ কেহ মুঝ সে আহমদ রযা হোঁ রাজী

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৮০ বছর বয়সে চারদিনের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কলেমা পাক পাঠ করতে করতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। হযরতের ইন্তিকালের সংবাদ যখন আলা হযরত ইমামে আহলে

সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর **"কুহে ভুয়ালী"**তে পৌঁছে, তখন তিনি যে সমবেদনা পত্র লিপিবদ্ধ করেন, তার সারমর্ম উপস্থান করছি:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۔ مَوۡلٰنَا الۡمُبَجَّلُ الۡمُکَرَّمُ ذِی الۡمَجۡدِ وَالۡکَرَمِ حَامِیُ السُّنَنِ مَاحِیُ الۡفِتَنِ جُعِلَ کَاِسۡمِہٖ نَعِیۡمُ الدِّیۡنِ

اَلسَّلَامُ عَلَیۡکُمۡ وَرَحۡمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ ۔ اِنَّ لِلّٰہِ مَا اَخَذَ وَمَا اَعۡطٰی وَکُلُّ شَیۡءٍ عِنۡدَہٗ بِاَجَلٍ مُّسَمًّی اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَھُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ وَاِنَّمَا الۡمَحۡرُوۡمُ مَنۡ حُرِمَ الثَّوَابُ ۔ غَفَرَلَہُ اللّٰہُ الۡمَوۡلٰنَا مُعِیۡنُ الدِّیۡنِ وَرَفَعَ کِتَابَہٗ فِیۡ عِلِّیِّیۡنَ، وَبَیَّضَ وَجۡھَہٗ یَوۡمَ الدِّیۡنِ، وَاَلۡحَقَہٗ بِنَبِیِّہٖ سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَبَارَکَ وَسَلَّمَ عَلَیۡہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَجۡمَعِیۡنَ وَاَجۡمَلَ صَبۡرَکُمۡ وَاَجۡزَلَ اَجۡرَکُمۡ وَجَبَرَ کَسۡرَکُمۡ وَرَفَعَ قَدۡرَکُمۡ ۔ اٰمِیۡن

(অর্থাৎ اَلسَّلَامُ عَلَیۡکُمۡ وَرَحۡمَۃُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ নিশ্চয় **আল্লাহ পাকে**রই, যা **তিনি** দান করেন এবং যা **তিনি** ফিরিয়ে নেন, নিশ্চয় **তাঁর** নিকট সময় সব কিছুর জন্য নির্ধারিত, ধৈর্যধারন কারীদের বিনা হিসাবে প্রতিদান দেয়া হয়, **আল্লাহ পাক** মাওলানা মঈনুদ্দীনের মাগফিরাত করুক, তাঁর আমলনামাকে ইল্লিইনে রাখুক, কিয়ামতের দিন তাঁর চেহারা আলোকিত করুক এবং তাঁকে সায়্যিদুল মুরসালিন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করুক, **আল্লাহ পাক** আপনাকে সর্বোচ্চ ধৈর্য্য এবং উত্তম প্রতিদান দান করুক আর তাঁর অবশিষ্ট কাজে পূর্ণতা দান করুক ও তাঁর আরো সম্মান বৃদ্ধি করুক। আমিন)

(আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো লিখেন:) এই দুঃখজনক সংবাদ ঈদের দিন এলো, আমি ঈদের নামায পড়ার জন্য **“বীনি তাল”** গিয়েছিলাম, রাতে নির্ঘুম ছিলাম এবং দিনে না খেয়ে না ঘুমিয়ে আর আসা যাওয়াতে দান্ডিতে[১] চৌদ্দ মাইলের সফর! পরদিন ফজরের নামাযের পর ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুম থেকে উঠে এই কার্ড পেলাম। সেই দিন থেকে মরহুম মাওলানার নাম অবশিষ্ট জীবন اِنْ شَآءَ الله দৈনিক ইছালে সাওয়াবের জন্য অযীফায় অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। তিনি اِنْ شَآءَ الله খুবই ভালভাবেই গেছেন। কিন্তু দুনিয়ায় তাঁর সাথে সাক্ষাতের আফসোস রয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** আখিরাতের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পতাকা তলে মিলিয়ে দিক। اٰمِيْن اَللّٰهُمَّ اٰمِيْن

یك شہادت وفات در رمضان   مرگ جمعه شہاجت دگرست
مرض تپ شہادت سو میں   بہر ہر سه شہادت خبر ست
در مزارست چشم وا بعنی   پئے دیدار یار منتظر ست
مرده هرگز نه معین الدین   که تراچوں نعیم دین پر ست

(অর্থাৎ: রমযানে মৃত্যুবরণ করা শাহাদতের একটি প্রকার, জুমার দিন মৃত্যু শাহাদতের অপর প্রকার। জ্বরে মৃত্যু শাহাদতের তৃতীয় প্রকার, এই তিনটি শাহাদতের উল্লেখ হাদীসে বিদ্যমান। মাযারেও চোখ খোলা আছে, এই জন্যই যে, প্রিয়তমের দীদারের অপেক্ষায়। মঈনুদ্দীন (আপনি) কখনোই মৃত নয়, এই জন্য যে, আপনার নঈমুদ্দীনের মত সন্তান রয়েছে।)

---

১. এক ধরনের পাহাড়ী বাহন, যার উভয় দিকে কাঠ এবং মাঝখানে কাপড় লাগানো থাকে।

ফ্যাসাদীদের তাওবা

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ানের ধরন এতই মনমুগ্ধকর ছিলো যে, আপনরা তো প্রশংসা করতই বিরুদ্ধবাদীরাও আশ্চার্য হয়ে যেতো। একবার **"রানা ধোলপুর"** এলাকায় তাঁর বয়ান ছিলো, লোকরা জানতে পারলে দলে দলে যোগদান করলো। যখন বয়ান শুরু হলো তখন দূর্বত্তদের একটি গ্রুপ এলো এবং বসে গেলো। যখন তারা হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বক্তব্য শুনলো তখন তারা মুগ্ধ হয়ে গেলো, তাদের দম্ভ শেষ হয়ে গেলো এবং তারা নিজেরা ভুলের মধ্যে থাকার অনুভুতি হয়ে গেলো। সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ানের পর সাধারণভাবে ঘোষনা করলেন: "যদি কারো আমার বয়ানের কোন অভিযোগ থাকে তবে বলুন, তাকে সন্তুষ্ট করা হবে।" তখন এই পুরো গ্রুপটি দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো: হুযুর! অভিযোগ তো কিছুই নাই, তবে এতটুকু আরয যে, ফ্যাসাদ করার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু আপনার ওয়াজ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, এবার এই দয়াটুকু করুন যে, আমাদের তাওবা করিয়ে দিন এবং আজ সন্ধ্যায় এই বিষয়ে আমাদের মহল্লায়ও বয়ান করুন।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাঁড়ি রাখানোর নিশ্চুপ প্রচেষ্টা

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন খাদিমের বর্ণনা হলো: প্রথম দিকে আমার দাঁড়ি খসখসে ছিলো এবং সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই বিষয়টি পছন্দ করতেন না। একদিন খুবই ভালবাসা পূর্ণ পদ্ধতিতে আমার চেহারাকে নিজের উভয় হাতে নিয়ে খুবই স্নেহপূর্ণ ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বলতে লাগলেন: "মাওলানা! কি অবস্থা?" তাঁর এই নসীহতপূর্ণ ভঙ্গিতে আমি এতই প্রভাবিত হলাম যে, আজ ৬০ বছরেরও বেশি সময় হতে লাগলো কখনো দাঁড়ি এক মুষ্টি থেকে কমেনি।

ইমাম বানানোর পূর্বে কিরাত বিশুদ্ধ করান

খলিফায়ে সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন থেকেই সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ডায়াবেটিক রোগ জামাআত করানোতে বাধাঁ হয়েছিলো, তখন থেকে মসজিদে নামাযের জামাআত করানোর জন্য আমাকেই বলতেন। যদিও আমার কোরআনের কিরাত আমার পিতা মহোদয় প্রথমেই বিশুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, অতঃপর কায়দা ও তাজবীদও শিখেছি কিন্তু হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরপরও রাতে অনুশীলন করিয়ে আমার কিরাত বিশুদ্ধ করিয়েছেন। যখন তাঁর দৃষ্টিতে আমার কিরাত বিশুদ্ধ হলো তখন আমাকে সামনে অগ্রসর করে দিলেন।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাব্য রচনা

আল্লাহ পাক হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নাত পাঠ করার পবিত্র আগ্রহ দান করেছিলেন। আরবী, ফারসী এবং উর্দূতে নাত পাঠ করতেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় তাঁর শায়েরীর মূল হামদ ও নাত, মানকাবাত ও নসীহতপূর্ণ পংতির মাঝেই সীমাবদ্ধ। সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাব্য গ্রন্থের নাম হলো **"রিয়াযুন নাঈম"**। আখিরাতে ভাবনা সম্বলিত কয়েকটি লাইন অবলোকন করুন।

ফাসাহাত সে কেহতে হে মুয়ে সাফেদ
কেহ হুশিয়ার হো, আব সাহর হো গেয়ি
খুদী সে গুযর, চল খোদা কি তরফ
কেহ ওমরে গিরামী, বসর হো গেয়ি
গম ও খুনে দিল খাতে পিতে রাহে
গরীবো কি আচ্ছি গুযার হো গেয়ি
নাঈমে খতা কার মাগফুর হো
জু শাহে জাহাঁ কি নযর হো গেয়ি

একটি নাত শরীফের কয়েকটি পংক্তি অবলোকন করুন।

দেখিয়ে সিমায়ে আনওয়ার, দেখিয়ে রূখ কি বাহার
মেহরে তাবাঁ দেখিয়ে, মাহে দারাখশাঁ দেখিয়ে

দেখিয়ে ওহ আরিয অউর ওহ যুলফে মুশকেঁ দেখিয়ে
সুবহে রওশন দেখিয়ে, শামে গরীবাঁ দেখিয়ে
জলওয়া ফরমা হে জবীনে পাক মে আয়াতে হক
মুসহাফ রূখ দেখিয়ে তাফসীরে কোরআঁ দেখিয়ে
ইয়ে নাঈমে যার কেয়সা হিজর মে বে তাব হে
দেখিয়ে ইস কি তরফ, এ্যায় শাহে শাহাঁ দেখিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লিখনী ও সংকলন

হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বীন ও মিল্লাতের ব্যাপক ব্যস্ততার পরও লিখনী ও সংকলনের অনেক বড় ভান্ডার স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৪৩ হিজরী অনুযায়ী ১৯২৪ সালে মুরাদাবাদ থেকে মাসিক **"আস সাওয়াদুল আযম"** প্রকাশ করেন, যাতে মুসলমানদের ব্যাপক শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর স্মরনীয় কিতাব হলো (১) তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান (২) নাঈমুল বয়ান ফি তাফসীরে কোরআন (৩) আল কালিমাতুল আলিয়া লি আলায়ে ইলমিল মুস্তফা (৪) আতিবুল বয়ান দর রদ্দে তাকভিয়াতুল ঈমান (৫) আসওয়াতুল আযাব আলা কাওয়ায়িদিল কাবাব (৬) আদাবুল আখইয়ার (৭) সাওয়ানেহে কারবালা (৮) সীরাতে সাহাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ (৯) আত তাহকীকাতে লাদফেয়েত তালবিসাত (১০) ইরশাদুল আনাম ফি মাহফিলিল মওলুদি ওয়াল কিয়াম (১১) কিতাবুল আকায়িদ (১২) যা'দুল হারামাঈন (১৩) আল মাওয়ালাত (১৪) গুলবিন গরীবে নেওয়াজ (১৫) শরহে শরহে মিয়াতে আমিল (১৬) প্রাচীনকাল (১৭) শরহে বুখারী (অসম্পূর্ণ ও

অপ্রকাশিত) (১৮) শরহে কুতবী (অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত) (১৯) রিয়াযুন নাঈম (কালাম সমগ্র) (২০) কাশফুল হিজাব আন মাসায়িলে ইছালে সাওয়াব (২১) ফরায়িদিন নূর ফি জরায়িদিল কুবুর।

কল্যাণ কামনা

খলিফায়ে সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের তিনদিন পূর্বের ঘটনা, আমার কানে প্রচন্ড ব্যথা হলো এবং অজান্তেই তা সর্বদা কানে চলে যেতো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সকালে ইশারায় দোয়াত ও কলম চাইলেন। আদেশ পালন করা হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসুস্থ অবস্থায় লিখলেন: "আমি রাতে দেখি যে অজান্তেই বারবার তোমার হাত কানে চলে যাচ্ছে, যাও! গিয়ে ডাক্তার মুশতাককে দেখাও।"

আল্লাহ পাকের যিকির করার উত্তম অভ্যাস

তাঁরই বর্ণনা: সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অভ্যাস ছিলো যে, উঠতে বসতে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْر পাঠ করতেন। অসুস্থ অবস্থায় এই আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেলো। তাঁর ওফাতে কিছুদিন পূর্বে কলেমায়ে শাহাদত اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পাঠ করতে থাকেন। একবার আমাকে বললেন: "শাহজি! স্বাক্ষী থেকো, যখন আমি সুস্থ্য হই তখন আমি কলেমা শাহাদত পাঠ করি।" সম্ভবত এটা "اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِى الْاَرْض (অর্থাৎ

তুমি জমিনে **আল্লাহ পাকের** স্বাক্ষী)" **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর আলোকে আমল করেছেন, অন্যথায় কোথায় আমি আর কোথায় সেই নূরী স্তম্ভের জন্য স্বাক্ষ্য প্রদান!

শেষ বিদায়ের অবস্থা

তাঁরই বর্ণনা হলো: এগারোটার সময় ছিলো, সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কক্ষের তিনটি দরজাই বন্দ করিয়ে দিলেন। কক্ষে আমি এবং হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছাড়া আর কেউ ছিলো না। কিছুক্ষণ আমার সাথে কথা বললেন, এরপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চুপ হয়ে গেলেন। প্রায় সাড়ে ১১টায় বললেন: ফ্যান ছেড়ে দাও। আমি ছেড়ে দিলাম, অতঃপর বললেন: কমিয়ে দাও। আমি এর গতি ২ নম্বরে করে দিলাম। আবারো বললেন: আরো কমিয়ে দাও। আমি গতি ৩ নম্বরে করে দিলাম, কিছুক্ষণ পর বললেন: আরো কমিয়ে দাও। এবার আমি ফ্যান দেয়ালের দিকে করে দিলাম, যাতে দেয়ালের সাথে লেগে বাতাস যায়। কিছুক্ষণ পর বললেন: বন্দ করে দাও। এরপর বলতে লাগলেন: আমার হাত টিপে দাও। অতএব আমি খাটের ডান দিকে বসে হাত এবং কোমর টিপতে লাগলাম, দেখলাম যে, পবিত্র মুখে কিছু বলছিলেন এবং পবিত্র চেহারায় অনেক ঘাম এসেছে। আমি রুমাল দিয়ে চেহারার ঘাম মুছে নিলাম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুবারক দৃষ্টি তুলে আমাকে দেখেন, অতঃপর উচ্চস্বরে কলেমা পাক لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه পাঠ করতে লাগলেন। গলার স্বর ধীরে ধীরে ছোট হতে লাগলো, ঠিক ১২টা ২৫মিনিটে আমি ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বন্ধ হওয়া অনুভব

করলাম, তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজেই কিবলার দিকে হয়ে নিজের হাত পা সোজা করে নিলেন। এভাবেই ১৯ যিলহজ্জ ১৩৬৭ হিজরী কলেমা শরীফ পাঠ করতে করতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমার জানাযাকে প্রদর্শনী করো না

হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: সদরুল আফাযিল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাকে বলেছেন: আমার জানাযাকে প্রদর্শনী করো না, যদি লোকেরা বেশি জোর করে তবে শুধুমাত্র চুকি হাসান খান মহল্লার তাহসিলি স্কুল, নতুন সড়ক এবং কাট দরজা থেকে মাদরাসার মাঠে জানাযার নামায আদায় করো, সেখান থেকে সোজা আমার শেষ আরামের স্থলে নিয়ে যাবে।

ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন

হযরত সদরুল আফাযিল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ওফাতের পূর্বে হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি ঈমান তাজাকারী স্বপ্ন দেখলেন: একটি খুবই সুন্দর আলিশান নূরানী কক্ষ, চারিদিকে গালিচার উপর বালিশ লাগানো আছে, একদিকে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উপবিষ্ট

আছেন, অপরদিকে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান যিন নুরাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, অন্যদিকে হযরত সায়্যিদুনা মাওলা মুশকিল কোশা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم, একদিকে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمۡ বালিশে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট, শেষে দিকে এক কোণায় একটি আসন খালি ছিলো, কক্ষের দরজায় হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় একদিক থেকে সাদা পাগড়ী পরিহিত সাদা মুখমণ্ডলের আচকান পরিধান করে হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আসছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমার আসন ভিতরে খালি আছে। তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ আরয করলেন: আমার জন্য এটাই বড় সৌভাগ্য যে, জুতার উপরই জায়গা পেয়ে যাওয়া, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন, হযরত এটা বলে ভিতরে প্রবেশ করলেন: "اَلۡاَمۡرُ فَوۡقَ الۡاَدَبِ (অর্থাৎ আদেশ আদবের উপর অগ্রাধিকার রাখে)"। সেই খালি আসনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন, সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তখনো পুরোপুরি বসেননি, তখনই আমার চোখ কোন কারণে খুলে গেলো। সকালে আমি সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর সামনে আমার স্বপ্ন বর্ণনা করলাম, যা শুনে হযরতের চোখে খুশিতে অশ্রু বের হয়ে গেলো, বললেন: "আমার জন্য অপেক্ষা, এখন আমি যাচ্ছি, এটাই এর তাবীর।" এরপর সদরুল আফাযিল رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর চার সন্তানকে দিয়ে দিলেন। অস্থাবর সম্পত্তি বন্টন

করলেন, শুধুমাত্র আটশত টাকা নিজের কাফন ও দাফন এবং চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য রাখলেন।

মদীনার মুসাফির

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ **বায়তুল্লাহ**র হজ্ব করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন সোনালী জালির নিকট দেখলেন যে, হযরত সদরুল আফাযিল رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِও সমবেতদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। সাক্ষাতের সাহস হলো না, কেননা আদব সম্পন্ন লোকেরা তো সেখানে কথাবার্তা বলে না। সালাত ও সালাম শেষ করে বাইরে খুঁজলাম কিন্তু সাক্ষাত হলো না। হযরত শায়খুল ফদ্বীলত, শায়খুল আরব ও আযম কুত্বে মদীনা সায়্যিদী ও মাওলায়ি যিয়াউদ্দীন আহমদ কাদেরী রযবী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফয়যের প্রভাবময় দরবারে উপস্থিতি হলো, সেখানে আরব ও আযমের সকল হক্কানী ওলামা ও মাশায়িকে কিরাম হারামাঈনে তায়্যিবাঈনের উপস্থিতির সময় হযরত শায়খুল ফদ্বীলত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যিয়ারতের জন্য অবশ্যই উপস্থিত হতেন। সেখানেও হযরত সদরুল আফাযিল رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্পর্কে কোন কিছু জানা গেলো না। আশ্চার্য বিষয় যে, সদরুল আফাযিল رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ যদি তাশরীফ নিয়ে আসে তবে গেলো কোথায়? মুরাদাবাদ (ভারত) থেকে বার্তা যোগে হযরত শায়খুল ফদ্বীলত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আস্তানায় সংবাদ এলো যে, অমুক দিন অমুক সময় হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈমুদ্দীন সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ

মুরাদাবাদে ওফাত গ্রহন করেন। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন সময় মিলিয়ে দেখলেন তখন সেই সময়ই ছিলো যখন সোনালী জালির নিকট সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখেছিলেন, সাথেসাথেই বুঝে গেলেন যে, ইন্তিকাল হওয়ার সাথে সাথেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাত ও সালামের জন্য উপস্থিত হয়ে গেলেন।

মদীনে কা মুসাফির হিন্দ সে পৌহচা মদীনে মে
কদম রাখনে কি নওবত না আয়ি থি সফিনে মে

মাযার শরীফ

জামেয়া নঈমীয়া (মুরাদাবাদ, ভারত) এর মসজিদের বাম কোণায় তাঁর শেষ আরামের স্থান। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর ফয়েয দ্বারা উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুক।[১]

তাঁর উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই পুস্তিকার অধিকাংশ তথ্য হযরত মাওলানা মুফতী সৈয়দ গোলাম মঈনুদ্দীন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব "হায়াতে সদরুল আফযিল" থেকে সংকলন করা হয়েছে।